দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 4 MAR 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

অস্থায়ী আর ভারপ্রাপ্তে ভারাক্রান্ত ঢাবি

মোবারক হোসাইন : অস্থায়ী আর ভারপ্রাপ্তে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ভিসি, প্রক্টর, রেজিস্ট্রার, হল প্রভোস্টসহ অন্তত ১৫ কর্মকর্তা অস্থায়ী ও ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এদের মধ্যে বেশিরভাগই দীর্ঘসময় ধরে তাদের দায়িত্ব পালন করছেন। কেউ ২/৩ বছর ধরে আবার কেউবা ৭/৮ বছর ভারপ্রাপ্ত অবস্থায় আছেন। হাতের মুঠোয় রেখে দলীয়ভাবে ব্যবহার করতে ভারপ্রাপ্ত পদে এসব কর্মকর্তাদের বহাল রাখা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কেউবা আবার রাজনৈতিক পরিচয়ে ভারপ্রাপ্ত পদ থেকে নিচ্ছেন সুযোগ সুবিধা। প্রশাসন পরিচালনায় এদের অনেকের শিক্ষাগত যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন। ফলে কয়েকটি দফতরে ইতোমধ্যে কাজের শিথিলতা ও স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। প্রশাসনিক কাজে কমছে জবাবদিহিতা। বাড়ছে নিষ্ক্রিয়তা। সর্বত্র চলছে সমন্বয়হীনতা। আবার ভারপ্রাপ্তরা স্থায়ী হতে না পেরে তাদের মধ্যে ক্রমাই দানা বাঁধছে অসন্তোষ। এদিকে প্রশাসনের প্রথম সারির সবাইকে ভারপ্রাপ্ত করে রাখায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক ও অভিজ্ঞমহল বিস্ময় প্রকাশ করেন।

মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও অবৈধ অবস্থায় পদে বহাল আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বয়ং ভিসি প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। অনির্বাচিতভাবে অস্থায়ী মেয়াদকাল পার হলেও দীর্ঘ এ পদটির বৈধতা দানের জন্য নেয়া হচ্ছে না কোন কার্যকরী পদক্ষেপ। সাবেক ভিসি প্রফেসর ড. এসএম এ ফায়েজের পর ২০০৯ সালের ১৭ জানুয়ারি থেকে চার বছরের অধিক সময় ধরে অবৈধভাবে ভিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। ১৯৭৩ অধ্যাদেশের ১১(২) ধারা মোতাবেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নির্বাচিত ভিসির পূর্ণকালীন মেয়াদ ৪ বছর। অথচ বর্তমান ভিসি প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক নির্বাচন ছাড়াই অস্থায়ী হিসেবে তার মেয়াদকাল অতিক্রম করেছেন। ফলে গণতন্ত্র চর্চার সূতিকাগার এই বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতন্ত্রের পদযাত্রা চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বলে মনে করছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। অস্থায়ী মেয়াদে ৪ বছর অতিক্রম করার পরেও ভিসি নির্বাচন না দেয়া সম্পর্কে ভিসি প্রফেসর ড. আরেফিন সিদ্দিক বলেন, এতে কোন সমস্যা নেই। নির্বাচন হলে সবাইকে জানানো হবে।

২০১১ সালের ৩ অক্টোবর ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর পদে দায়িত্ব পেয়েছেন সাবেক সহকারী প্রক্টর ড. আমজাদ হোসেন। এর আগে ২ অক্টোবর পর্যন্ত প্রক্টর ছিলেন প্রফেসর কেএম সাইফুল ইসলাম। বর্তমান প্রক্টর দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনশৃঙ্খলা অনেক অবনতি হচ্ছে বলে মনে করছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। বহিরাগত দোকান, মাদকের চোরাচালান, ক্যাম্পাসের ভিতর দিয়ে অবাধ যানচলাচলসহ বিভিন্ন অনিয়মে সয়লাব হয়ে গেছে পুরো ক্যাম্পাস। প্রতিদিন ছিনতাই, সড়ক দুর্ঘটনা ও হামলা উত্যক্ত করাসহ নানা অঘটনের শিকার হয়ে ভুক্তভোগীরা চেষ্টা করেও প্রক্টরিয়াল টিম থেকে কোন সাহায্য পান না বলে জানা গেছে। অনেক সময় প্রক্টরের সঙ্গে এসব বিষয়ে যোগাযোগ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোন বিষয়ে জানতে চেয়ে দেয়া হলে তার পক্ষ থেকে সাড়া মেলেনা বলে জানা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক প্রবীণ শিক্ষক ও প্রশাসনের কর্তাব্যক্তি জানান, তারা বিভিন্ন সময়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে প্রক্টরকে ফোন দিলেও তার পক্ষ থেকে সাড়া মেলেনি। ও সময় তারা বর্তমান প্রক্টরের দায়িত্ব সচেতনতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

এছাড়া প্রশাসনে দীর্ঘ সময় ধরে ভারপ্রাপ্ত আছেন আরও অনেক কর্মকর্তা। তাদের মধ্যে আনোয়ার হোসেন চাকরি থেকে অবসরে যাওয়ার পর ২০০৭ সালের ১ জুলাই ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব পান সৈয়দ রেজাউর রহমান। মোহাম্মদ শাহজাহান আলী শেখ অবসরে গেলে ফেব্রুয়ারি ২০০৯ থেকে প্রধান হিসাব পরিচালক পদে ভারপ্রাপ্ত হন মো. আশরাফ উদ্দিন। দীর্ঘ সময় ধরে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক পদে ভারপ্রাপ্ত অবস্থায় দায়িত্ব পালন করছেন প্রফেসর ড. এস এম জাবের আহমেদ। খন্দকার কজলুর রহমানের পদোন্নতি হওয়ায় ২০০৬ সালের জুলাই থেকে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন গ্রন্থাগারিক পদে ভারপ্রাপ্ত হন সৈয়দ ফরিদা পারভীন। হামিদা আখতার বেগম অবসরে গেলে ২০০৭ সালের ১ জুলাই থেকে ছাত্র নির্দেশনা ও পরামর্শদান দফতরের পরিচালক পদে ভারপ্রাপ্ত হন প্রফেসর ড. শাহীন ইসলাম। এস্টেট ম্যানেজার পদে ভারপ্রাপ্ত রয়েছেন সুপ্রিয়া দাস। মো. শরীফুদ্দিন অবসরে যাওয়ার পর ২০০৮ সালের নভেম্বর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রণালয়ের সিনিয়র ম্যানেজার পদে ভারপ্রাপ্ত হন এসএম বিশাল আনোয়ার। প্রকাশনা সংস্থার পরিচালক পদে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে আছেন প্রফেসর ড. এ টি এম নুরুল রহমান খান। ভারপ্রাপ্ত উপ-রেজিস্ট্রার (শিক্ষা- ৩) হিসেবে দায়িত্বপালন করছেন আবু তাহের ভূঞা। নবায়নযোগ্য শক্তি ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন প্রফেসর ড. মো. সেকুল ইসলাম। ২০০৯ সালের ২২ জুলাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের ভারপ্রাপ্ত প্রোভোস্টের দায়িত্ব পান প্রফেসর বায়তুল্লাহ কাদেরী। সেই থেকে সাড়ে তিন বছরের বেশি সময় ধরে এখন পর্যন্ত তিনি ভারপ্রাপ্তই আছেন। অথচ স্বাভাবিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত একজন প্রভোস্টের মেয়াদ থাকে তিন বছর।

বর্তমানে প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্ব পালন করছেন মো. মফিজুল ইসলাম। এর আগে মো. জাকীর হোসেন দায়িত্বে থাকাকালে টেন্ডার দুর্নীতির দায়ে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করে কর্তৃপক্ষ। সূত্র জানায়, যদি প্রধান প্রকৌশলী পদে স্থায়ী নিয়োগ দেয়া হয়, তাহলে মফিজুল ইসলামের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিজ্ঞাপনের শর্ত পূরণ করবে না। মফিজুল ইসলামের শিক্ষাগত যোগ্যতা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং। জানা যায়, মফিজুল ইসলাম রাজনৈতিক বিবেচনায় ওই পদে আসীন হয়েছেন। এ নিয়ে দেখা দিয়েছে চাপা অসন্তোষ।

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অফিসে ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হিসেবে আছেন জীবন কুমার মিশ্র। সূত্র জানায়, এ দফতরের ওপর নির্ভর করে উন্নয়নের সার্বিক বিষয়। এত বড় একটি দফতরপ্রধানের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা দরকার। সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, ওই কর্মকর্তার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতার অভাব থাকায় তার প্রভাব পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে।

ভারপ্রাপ্ত একাধিক কর্মকর্তার কাছে তাদের অবস্থানের কথা জানতে চাইলে তারা বলেন, বিভিন্ন সময় এসব পদের কর্মকর্তা অবসরে যাওয়ায় বেশ কিছু শূন্য পদের সৃষ্টি হয়। স্থায়ী কোনো কর্মকর্তা নিয়োগ না দেয়া পর্যন্ত সাময়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব দেয়া হয়। পদ শূন্য হওয়ায় পরপরই এসব পদে কাউকে স্থায়ী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ না দেয়ার এর সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে। এভাবে চলতে থাকলে একসময় প্রশাসনে অভিজ্ঞ ও দক্ষ লোকের অভাব দেখা দেবে।

শিক্ষক, কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ যোগ্যতা ও দক্ষতা না থাকায় অনেকে রাজনৈতিক পরিচয়ে ভারপ্রাপ্ত পদে থেকে সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা জানান, ভারপ্রাপ্তদের মধ্যে বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা রয়েছেন, যাদের অভিজ্ঞতার চেয়ে এক্ষেত্রে নিয়োগে রাজনৈতিক পরিচয়টাই মুখ্য ছিল। আর সে পরিচয়েই তারা স্থায়ী নিয়োগ ছাড়া ভারপ্রাপ্ত হিসেবে এত দিন টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছেন। আর প্রশাসনও চায়, কোনো স্থায়ী নিয়োগ ছাড়াই তারা এ পদে থাকার সুযোগ গ্রহণ করুক। শিক্ষকদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে অধিকাংশ উচ্চপদে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দিয়ে প্রশাসনিক কাজ চালানোর ফলে প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। যার মাশুল দিতে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সবাইকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পদে ভারপ্রাপ্ত থাকাটা অস্বাভাবিক কোন বিষয় নয়। পদগুলোর স্থায়ীকরণ নিয়মিত প্রক্রিয়ার ব্যাপার বলেও জানান তিনি।

ভিসি প্রক্টর ও রেজিস্ট্রারসহ অস্থায়ী ও ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ১৫ জন